যুক্তরাজ্যে মরক্কোর চাঁদ দেখার ঘোষণার অনুসরণ করার শর্তাবলি

প্রশ্ন:

যুক্তরাজ্যে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকলে কি মরক্কোর চাঁদ দেখার ঘোষণার অনুসরণ করা যাবে?

(পূর্ববর্তী ফতোয়াগুলোর ব্যাখ্যা/৪ নভেম্বর ২০২৬)

উত্তর:

যুক্তরাজ্যের মুসলমানরা দীর্ঘদিন ধরে ভারতীয় উপমহাদেশের দারুল উলূমসমূহের, যেমন করাচি ও দেওবন্দের, আলেমদের কাছে জানতে চেয়ে আসছেন যে, মেঘের কারণে চাঁদ দেখা সম্ভব না হলে রমজান ও ঈদের তারিখ কীভাবে নির্ধারণ করা হবে।

এখানে বর্ণিত নির্দেশনা হলো, প্রথমে স্থানীয়ভাবে চাঁদ দেখার চেষ্টা করতে হবে। যদি মেঘের কারণে চাঁদ দেখা সম্ভব না হয়, তাহলে নিকটবর্তী কোনো দেশের, যেমন মরক্কোর, চাঁদ দেখার সংবাদ গ্রহণ করা যেতে পারে। কিছু ফতোয়ায় সৌদি আরবের মতো দূরবর্তী দেশের ওপর নির্ভর করতে বিশেষভাবে নিষেধ করা হয়েছে।

এই বিবরণ অনুযায়ী, দারুল উলূম করাচি **অক্টোবর ২০২৬**-এ এই পরামর্শ প্রদান করেছিল (ফতোয়া নং ২৮৬৭/৮৬)। স্কটল্যান্ডের মুফতি শাবাজ আহমদ কর্তৃক প্রেরিত একটি প্রশ্নের উত্তরে এই ফতোয়া দেওয়া হয়েছিল। প্রশ্নটি সেপ্টেম্বর ২০২৬-এ পাঠানো হয়েছিল।

তবে একটি **গুরুত্বপূর্ণ** শর্ত উল্লেখ না করলে এই নির্দেশনা ভুলভাবে বোঝা হতে পারে।

চন্দ্র মাস ২৯ অথবা ৩০ দিনের হতে পারে; এটি সর্বদা ২৯ দিনের হয় না।

আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকার অর্থ এই নয় যে, যুক্তরাজ্যকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে মরক্কোর অনুসরণ করতে হবে।

এখানে যে হাদিসের নির্দেশনার কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তা হলো—চাঁদ দেখা না গেলে ৩০ দিন পূর্ণ করতে হবে।

স্থানীয় চন্দ্র ক্যালেন্ডার যাচাই না করে অন্য কোনো দেশের তারিখ অনুসরণ করলে মাসটি মাত্র ২৮ দিনের অথবা ৩১ দিনের হয়ে যেতে পারে। এ বিষয়ে ওঈঙটক-এর ওয়েবসাইটে আলোচনা করা হয়েছে[১]।

একটি উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়টি বিবেচনা করা যাক

ধরা যাক, ১০ নভেম্বর ২০২৬-এর সন্ধ্যায় যুক্তরাজ্যের পর্যবেক্ষকরা ১৪৪৮ হিজরির জমাদাল আখিরার চাঁদ দেখার চেষ্টা করলেন, কিন্তু মেঘের কারণে চাঁদ দেখতে পেলেন না।

ধরা যাক, মরক্কো চাঁদ দেখার ঘোষণা দিল এবং যুক্তরাজ্য সেই ঘোষণার অনুসরণ করে ১১ নভেম্বর ২০২৬-এ নতুন মাস শুরু করল।

এই উদাহরণে ধরে নেওয়া হয়েছে যে, ১০ নভেম্বর ২০২৬-এ যুক্তরাজ্যের পর্যবেক্ষণস্থলগুলোতে চাঁদ সূর্যের আগে অস্ত যায়।

যদি তা-ই হয়, তাহলে আকাশ পরিষ্কার থাকলেও সূর্যাস্তের পরে সেখানে চাঁদ দেখা সম্ভব হবে না।

অতএব, এ ক্ষেত্রে সমস্যাটি **মেঘ নয়, বরং চাঁদের অবস্থান**।

এখানে বর্ণিত স্থানীয় চাঁদ দেখার পদ্ধতি অনুযায়ী, ১১ নভেম্বর হবে পূর্ববর্তী মাস, অর্থাৎ ১৪৪৮ হিজরির জমাদাল উলার ৩০তম দিন; নতুন মাসের প্রথম দিন নয়।

এবার সেই মাসের শেষের বিষয়টি বিবেচনা করা যাক

এই উদাহরণে মরক্কো ৯ ডিসেম্বর ২০২৬-এ জমাদাল আখিরার ২৯তম দিনে পরবর্তী চাঁদ দেখার চেষ্টা করবে।

যদি যুক্তরাজ্য নিজস্ব স্থানীয় ক্যালেন্ডার অনুসরণ করে মাসটি এক দিন পরে শুরু করত, তাহলে সেই তারিখটি যুক্তরাজ্যে মাত্র ২৮তম দিন হতো।

এই উদাহরণে আরও ধরে নেওয়া হয়েছে যে, ওই সন্ধ্যায় যুক্তরাজ্যের পর্যবেক্ষণস্থলগুলোতে চাঁদ সূর্যের আগে অস্ত যাবে। ফলে সূর্যাস্তের পরে সেখানে চাঁদ দেখা অসম্ভব হবে।

চাঁদ দেখা সম্ভব কি না, তা নির্ধারণ করে চাঁদের অবস্থান**শুধু ক্যালেন্ডারের তারিখ নয়**।

ভৌগোলিক সম্ভাবনার শর্ত

এখানে উপস্থাপিত ব্যাখ্যা অনুযায়ী, যুক্তরাজ্যের আকাশ পরিষ্কার থাকলে সেখান থেকেও চাঁদ দেখা সম্ভব হতে**এমন** অবস্থায়ই কেবল মরক্কোর চাঁদ দেখার সংবাদ গ্রহণ করা উচিত।

এটিকে **ভৌগোলিক সম্ভাবনা (এবড়মৎধঢ়যরধ ওসশধহ)** বলা হয়।

এখানে এটিকে ১৯৮৪ সালের যুক্তরাজ্যের ফতোয়ার[২] একটি শর্ত হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

এ ছাড়া, ওই সংবাদ গ্রহণ করার ফলে যুক্তরাজ্যের স্থানীয় মাসের দৈর্ঘ্য অবশ্যই ২৯ অথবা ৩০ দিনের মধ্যে থাকতে হবে।

চন্দ্র বছরের দিনের সংখ্যা

চন্দ্র বছর ৩৫৪ অথবা ৩৫৫ দিনের হয়।

৩৫৪ দিনের চন্দ্র বছরে ২৯ দিনের ছয়টি মাস এবং ৩০ দিনের ছয়টি মাস থাকে।

অতএব, ৩০ দিনের মাস চন্দ্র ক্যালেন্ডারের একটি স্বাভাবিক অংশ।

এখানে বর্ণিত পদ্ধতি অনুযায়ী, প্রয়োজন হলে যুক্তরাজ্যের একটি মাসকে ৩০ দিন পূর্ণ করার সুযোগ দেওয়া উচিত। এর পরিবর্তে স্বয়ংক্রিয়ভাবে মরক্কো অথবা অন্য কোনো দেশের চাঁদ দেখার ঘোষণার অনুসরণ করা উচিত নয়।

৩৫৫ দিনের চন্দ্র বছরে ২৯ দিনের পাঁচটি মাস এবং ৩০ দিনের সাতটি মাস থাকে।

গণনাভিত্তিক ইসলামী ক্যালেন্ডারে একে **অধিবর্ষ (খবধঢ় ণবধৎ)** বলা হয়।

কিন্তু চাঁদ দেখার ওপর ভিত্তি করে তৈরি ক্যালেন্ডারে মাসের দৈর্ঘ্য নির্ভর করে কখন চাঁদ দেখা যায় তার ওপর। পরপর একাধিক ৩০ দিনের মাস হতে পারে। মূল বিবরণ অনুযায়ী, এভাবে সর্বোচ্চ চারটি মাসও হতে পারে।

উপসংহার

সারকথা হলো, মাসের ২৯তম দিনে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকা**এটি একাই যুক্তরাজ্যের জন্য মরক্কো অথবা অন্য কোনো** দেশের চাঁদ দেখার ঘোষণার অনুসরণ করার যথেষ্ট কারণ নয়।

এ ক্ষেত্রে দুটি শর্ত পূরণ হওয়া জরুরি:

- আকাশ পরিষ্কার থাকলে যুক্তরাজ্য থেকেও চাঁদ দেখা সম্ভব হতে হবে।
- স্থানীয় মাসের দৈর্ঘ্য ২৯ অথবা ৩০ দিনের মধ্যে থাকতে হবে।

মূল বিবরণে উদ্‌ধৃত যুক্তরাজ্যের চাঁদ দেখার পর্যবেক্ষণ-রেকর্ড, যা ২০১৭/১৪৩৯ হিজরি থেকে শুরু হয়েছে[৩], থেকে জানা যায় যে, এই পদ্ধতি মাসের দৈর্ঘ্যকে উল্লিখিত সীমার মধ্যে রাখে। এমনকি যুক্তরাজ্যে মেঘাচ্ছন্ন আবহাওয়ার কারণে ৩০ দিন পূর্ণ করতে হলেও এই সীমা বজায় থাকে।

রেফারেন্স: ১৪৪৮ হিজরির চাঁদ দেখার সম্ভাব্যতার মানচিত্র

https://www.moonsighting.org.uk/moon/visibility-maps-cat/1448-visibility-maps.html

---

পাদটীকা ও ওয়েব-লিংক

[১] যুক্তরাজ্যে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের সন্ধান

https://www.moonsighting.org.uk/moon/publications/articles/seeking-unity-in-diversity-uk.html

[২] ১৯৮৪ সালের চাঁদ দেখার মানদণ্ড পর্যালোচনা

https://www.moonsighting.org.uk/publication/news/the-1984-moon-sighting-criteria-review.html

[৩] যুক্তরাজ্যে চাঁদ দেখার পর্যবেক্ষণের ফলাফল

https://www.moonsighting.org.uk/moon/observation-results.html